ক বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন : كتاب الطهارة(তাহারাত পর্ব)

1- كم قسما للماء في الفقه الحنفي؟ اكتب أحكامها مع ذكر دليل كل قسم منه [হানাফী ফিকহে পানির প্রকারভেদ ও তার হুকুম এবং প্রতিটি প্রকারের দলিল ব্যাখ্যা কর।]

প্রশ্ন-১: হানাফী ফিকহে পানির প্রকারভেদ ও তার হুকুম এবং প্রতিটি প্রকারের দলিল ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা: ইসলামী শরিয়তে ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা বা তাহারাত। আর পবিত্রতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হলো পানি। ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবগুলোতে 'কিতাবুত তাহারাত' অধ্যায়ে পানির আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ 'আল-হিদায়া' ও 'কুদূরী' অনুসারে পানির প্রকৃতি ও পবিত্র করার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে পানিকে প্রধানত **৫টি ভাগে** ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে দলিলের আলোকে পানির প্রকারভেদ ও হুকুম আলোচনা করা হলো।

হানাফী ফিকহে পানির প্রকারভেদ (أقسام المياه):

হানাফী ফকিহগণের মতে পানি পাঁচ প্রকার। যথা:

১. পবিত্র এবং পবিত্রকারী পানি, যা মাকরুহ নয় (طاهر مطهر غير مكروه):

এটি হলো **'মা-এ মুতলাক'** বা সাধারণ পানি। যেমন- বৃষ্টির পানি, নদীর পানি, ঝর্ণার পানি, সাগরের পানি এবং কূয়ার পানি। যার মধ্যে কোনো অপবিত্র বস্তু পড়েনি এবং যা ব্যবহৃত হয়নি।

- **হুকুম:** এই পানি দ্বারা ওজু, গোসল এবং নাপাকি ধৌত করা জায়েজ এবং এতে কোনো মাকরুহ নেই।

- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: **(وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)** অর্থ: "আমি আকাশ থেকে পবিত্র ও পবিত্রকারী পানি বর্ষণ করেছি।" (সূরা ফুরকান: ৪৮)। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাগরের পানি সম্পর্কে বলেছেন: **(هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)** - "তার (সাগরের) পানি পবিত্রকারী এবং তার মৃত প্রাণী হালাল।"

২. পবিত্র এবং পবিত্রকারী পানি, কিন্তু মাকরুহ (طاهر مطهر مكروه):

যে পানি মূলত পবিত্র, কিন্তু বিড়াল, মুরগি, শিকারি পাখি (যেমন- চিল, ঈগল) বা গৃহপালিত সাপ-বিছা মুখ দেওয়ার কারণে তা **'মাকরুহ তানজিহি'** হয়ে গেছে। একে **'ঝুটা পানি'** বা 'সোয়র' (سؤر) বলা হয়।

- **হুকুম:** ভালো পানি পাওয়া গেলে এই পানি দিয়ে ওজু করা মাকরুহ। তবে অন্য পানি না থাকলে মাকরুহ হবে না।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বিড়াল সম্পর্কে বলেছেন: **(إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)** অর্থ: "নিশ্চয়ই বিড়াল নাপাক নয়, এরা তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী।" তবুও এটি মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো, বিড়াল সাধারণত নাপাক প্রাণী (যেমন ইঁদুর) খেয়ে থাকে, তাই এর লালায় নাপাকির আশঙ্কা থাকে।

৩. পবিত্র কিন্তু পবিত্রকারী নয় (طاهر غير مطهر):

একে ফিকহের পরিভাষায় **'মা-এ মুস্তা'মাল'** (الماء المستعمل) বা ব্যবহৃত পানি বলা হয়। ওজু বা গোসলে শরীর থেকে গড়িয়ে পড়া পানি, অথবা সওয়াবের নিয়তে বা নাপাকি দূর করার জন্য যে পানি একবার ব্যবহার করা হয়েছে।

- **হুকুম:** ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুসারে এই পানি নিজে পবিত্র (অর্থাৎ কাপড়ে লাগলে নাপাক হবে না), কিন্তু এটি দিয়ে পুনরায় ওজু বা গোসল করা জায়েজ নয়।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ)** অর্থ: "তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।" সাহাবায়ে কেরাম সফরে পানির সংকট থাকা সত্ত্বেও কখনো ব্যবহৃত পানি জমা করে পুনরায় ব্যবহার করেননি। এটি প্রমাণ করে যে, ব্যবহৃত পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না।

৪. অপবিত্র বা নাপাক পানি (ماء نجس):

যে অল্প পরিমাণ (যা দশ হাত বাই দশ হাতের কম) বদ্ধ পানিতে কোনো নাপাকি পড়েছে, অথবা প্রবাহমান বা বিশাল পরিমাণ পানি যার রং, স্বাদ বা গন্ধ নাপাকির কারণে পরিবর্তন হয়ে গেছে।

- **হুকুম:** এই পানি ব্যবহার করা হারাম। এটি দিয়ে ওজু-গোসল কিছুই জায়েজ নয় এবং পান করাও নিষিদ্ধ।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا)** অর্থ: "তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে পাত্রে হাত ঢোকানোর আগে যেন তিনবার ধৌত করে নেয় (পাছে হাতে নাপাকি থাকতে পারে)।" এই হাদিস প্রমাণ করে যে, অল্প পানিতে নাপাকি পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়।

৫. সন্দেহযুক্ত পানি (ماء مشكوك):

যে পানির পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। যেমন- গাধা বা খচ্চরের ঝুটা পানি। গাধার গোশত খাওয়া হারাম, কিন্তু গাধা মানুষের মালামাল বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাই এর লালা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন।

- **হুকুম:** এই পানি দিয়ে ওজু করা যাবে না আবার ফেলে দেওয়াও যাবে না। যদি অন্য পবিত্র পানি না থাকে, তবে এই পানি দিয়ে ওজু করতে হবে এবং এরপর **'তায়াম্মুম'** করতে হবে। ওজু ও তায়াম্মুমের মধ্যে তারতিব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরি নয়।

- **দলিল:** সাহাবায়ে কেরাম এবং ফকিহগণের মতে, গাধার ঘাম ও লালার পবিত্রতা নিয়ে দলিলে বিরোধ (ইখতিলাফ) আছে, তাই সতর্কতার খাতিরে ওজু ও তায়াম্মুম উভয়টি করতে হয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইবাদতের বিশুদ্ধতার জন্য পানির প্রকারভেদ ও তার হুকুম জানা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। হানাফী ফিকহে পানির এই সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ প্রমাণ করে যে, এই মাযহাবটি পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা সতর্ক ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জনের তৌফিক দান করুন।

2- بين أنواع النجاسات وأحكام إزالتها وكيفية التطهير منها على المذهب الحنفي وفقا لما في الهداية-

[হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নাজাসাত (অপবিত্রতা) কত প্রকার ও কী কী? এবং তা দূর করা ও পবিত্র করার পদ্ধতি কী? 'আলহিদায়া' গ্রন্থ অনুসারে বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন-২: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নাজাসাত (অপবিত্রতা) কত প্রকার ও কী কী? এবং তা দূর করা ও পবিত্র করার পদ্ধতি কী? 'আল-হিদায়া' গ্রন্থ অনুসারে বর্ণনা কর।

ভূমিকা: ইসলামী শরিয়তে ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শরীর ও পোশাক পবিত্র থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: **(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)** - "আর আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন।" ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় অপবিত্রতাকে 'নাজাসাত' বলা হয়। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে নাজাসাতের প্রকারভেদ এবং তা পবিত্র করার পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

নাজাসাতের প্রকারভেদ (أنواع النجاسات):

হানাফী ফিকহ অনুযায়ী নাজাসাত প্রধানত দুই প্রকার: **নাজাসাতে হুকমি** (অদৃশ্য অপবিত্রতা, যা ওজু বা গোসল দ্বারা দূর হয়) এবং **নাজাসাতে হাকিকি** (দৃশ্যমান বা প্রকৃত অপবিত্রতা)। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো 'নাজাসাতে হাকিকি'। হুকুম বা বিধানের তীব্রতা অনুসারে 'আল-হিদায়া' প্রণেতা নাজাসাতে হাকিকিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

১. নাজাসাতে গালিজা (النجاسة الغليظة): এটি হলো ভারী বা গুরুতর অপবিত্রতা। যার অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই এবং যার দলিল অত্যন্ত শক্তিশালী।

- **উদাহরণ:** মানুষের প্রস্রাব-পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত, মদ (শরাব), শুকরের গোশত ও লালা, চতুষ্পদ প্রাণীর পায়খানা এবং মুরগি ও হাঁসের বিষ্ঠা।
- **হুকুম:** শরীরে বা কাপড়ে এই নাজাসাত লাগলে তা ধৌত করা ফরজ। তবে মাফ বা ক্ষমার পরিমাণ হলো—যদি তা কঠিন বস্তু হয় তবে **'এক দিরহাম'** ওজনের পরিমাণ এবং তরল হলে **'হাতের তালুর গভীরতা'** পরিমাণ। এর বেশি হলে তা নিয়ে নামাজ হবে না।

- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা মদের ব্যাপারে বলেছেন: **(رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)** - "তা হলো শয়তানের কাজ ও অপবিত্র।"

২. নাজাসাতে খাফিফা (النجاسة الخفيفة): এটি হলো হালকা অপবিত্রতা। যার অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে অথবা দলিল অকাট্য নয়।

- **উদাহরণ:** হালাল প্রাণীর (গরু, ছাগল) প্রস্রাব, ঘোড়ার প্রস্রাব এবং হারাম পাখির বিষ্ঠা। (উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে হালাল প্রাণীর প্রস্রাব পবিত্র, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে তা নাজাসাতে খাফিফা)।

- **হুকুম:** শরীরে বা কাপড়ে যে অঙ্গে বা অংশে লেগেছে, তার **এক-চতুর্থাংশের (১/৪)** কম হলে তা মাফ। অর্থাৎ, তা নিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ হয়ে যাবে, যদিও ধৌত করা উত্তম। কিন্তু এক-চতুর্থাংশ বা তার বেশি হলে নামাজ হবে না।

- **দলিল:** হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) উরাইনা গোত্রের লোকদেরকে উটের প্রস্রাব পান করার অনুমতি দিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য, যা প্রমাণ করে এর অপবিত্রতা লঘু।

নাজাসাত দূর করা ও পবিত্র করার পদ্ধতি (كيفية التطهير):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থের আলোকে নাজাসাত দূর করার পদ্ধতি নাজাসাতের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১. দৃশ্যমান নাজাসাত দূর করা (النجاسة المرئية): যদি অপবিত্রতা দেখা যায় (যেমন- রক্ত, পায়খানা), তবে তা পবিত্র করার নিয়ম হলো সেই মূল বস্তুটি দূর করা। যতক্ষণ পর্যন্ত নাপাক বস্তুটি দূর না হবে, ততক্ষণ ধৌত করতে হবে।

- **সংখ্যা শর্ত নয়:** এক্ষেত্রে ধোয়ার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। একবার ধুলে যদি নাপাকি চলে যায়, তবে তা পবিত্র। আর যদি দাগ থেকে যায় এবং তা দূর করা কষ্টকর হয় (যেমন- তেলের দাগ বা রক্তের গভীর দাগ), তবে তা ক্ষমার যোগ্য।

- **হিদায়ার ভাষ্য: (طَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا)** - "তার পবিত্রতা হলো মূল বস্তু দূর করা।"

২. অদৃশ্য নাজাসাত দূর করা (النجاسة غير المرئية): যে অপবিত্রতা শুকিয়ে গেছে বা দেখা যায় না (যেমন- প্রস্রাব কাপড়ে শুকিয়ে গেলে), তা পবিত্র করার পদ্ধতি হলো তিনবার ধৌত করা এবং প্রতিবার ভালো করে চিপড়ানো।

- **পদ্ধতি:** তিনবার ধৌত করতে হবে এবং প্রতিবার এমনভাবে চিপড়াতে হবে যেন ফোঁটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। শেষবার খুব শক্ত করে চিপড়াতে হবে।

- **দলিল:** হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, **(إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ ثَلَاثًا)** - "ঘুম থেকে উঠলে হাত তিনবার ধৌত করবে।" ফকিহগণ এর ওপর কিয়াস করে অদৃশ্য নাপাকি দূর করতে তিনবার ধোয়ার শর্ত দিয়েছেন।

৩. শুকনা নাপাকি খুঁটে ফেলা (الفرك): যদি কাপড়ে বীর্য (Mani) লাগে এবং তা শুকিয়ে যায়, তবে তা না ধুয়ে খুঁটে ফেললে বা ঘষে তুলে ফেললেই কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তা ভেজা থাকে, তবে ধুতে হবে।

- **দলিল:** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, **(كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)** - "আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাপড় থেকে শুকনা বীর্য খুঁটে ফেলতাম।"

৪. মাটি বা ভূমি পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি (الجفاف): যদি মাটিতে নাপাকি পড়ে এবং তা রোদে বা বাতাসে শুকিয়ে যায় এবং নাপাকির চিহ্ন (রং বা গন্ধ) চলে যায়, তবে সেই মাটি পবিত্র বলে গণ্য হবে। সেই মাটিতে নামাজ পড়া জায়েজ, তবে তা দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েজ নয়।

- **মূলনীতি: (الْأَرْضُ إِذَا يَبِسَتْ طَهُرَتْ)** - "ভূমি যখন শুকিয়ে যায়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।"

৫. চামড়া পবিত্র করা (الدباغة): মৃত প্রাণীর চামড়া 'দাবাগাত' বা প্রসেসিং-এর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়। তা রোদ, বাতাস বা ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে হতে পারে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)** - "যে কোনো চামড়া দাবাগাত করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়।"

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, হানাফী ফিকহে নাজাসাত ও তার পবিত্রতা অর্জনের বিধান অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সহজবোধ্য। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে আল্লামা মারগিনানী

(র.) নাজাসাতে গালিজা ও খাফিফার পার্থক্য এবং পবিত্র করার পদ্ধতিগুলো দলিলের আলোকে সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিধানগুলো মেনে চলা ইবাদতের কবুলিয়াতের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সর্বদা পবিত্র থাকার তৌফিক দান করুন।

3- بين مسائل الوضوء: فروضه وسننه ونواقضه، مستدلا بالأدلة من كتاب الطهارة في الهداية-

['আল-হিদায়া'র কিতাবুত তাহারাত থেকে অজুর ফরজ, সুন্নাত ও অযু ভঙ্গের বিষয়সমূহ দলিলসহ আলোচনা কর।]

প্রশ্ন-৩: 'আল-হিদায়া'র কিতাবুত তাহারাত থেকে অজুর ফরজ, সুন্নাত ও অযু ভঙ্গের বিষয়সমূহ দলিলসহ আলোচনা কর।

ভূমিকা: সালাত বা নামাজ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। আর সালাতের চাবিকাঠি হলো 'পবিত্রতা' বা 'তাহারাত'। পবিত্রতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হলো অজু। ফিকহ শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'র লেখক শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) তাঁর কিতাবের শুরুতেই 'কিতাবুত তাহারাত' বা পবিত্রতা অধ্যায় স্থাপন করেছেন। সেখানে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের আলোকে অজুর আহকাম বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

অজুর ফরজসমূহ (فرائض الوضوء):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকারের মতে, অজুর ফরজ বা রুকন হলো চারটি। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)** অর্থ: "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং পাগুলো টাকনু পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়েদা: ৬)। এই আয়াতের আলোকে অজুর ফরজগুলো হলো:

১. মুখমণ্ডল ধৌত করা (غسل الوجه): কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ।

২. উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা (غسل اليدين مع المرفقين): হাতের আঙুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করা। 'আল-হিদায়া' প্রণেতা বলেন, আয়াতে **(إِلَى)** শব্দটি **(مَعَ)** বা 'সহ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই কনুই ধোয়াও ফরজের অন্তর্ভুক্ত।

৩. মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা (مسح ربع الرأس): মাথা মাসেহ করা ফরজ। তবে কতটুকু করতে হবে তা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে অল্প একটু (তিনটি চুল পরিমাণ) মাসেহ করলেই হবে। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে পুরো মাথা মাসেহ করা ফরজ। তবে **আমাদের হানাফী মাযহাবের দলিল হলো:** নবী

করীম (সা.) মাথার অগ্রভাগ বা 'নাসিয়া' মাসেহ করেছেন, যা মাথার চার ভাগের এক ভাগ। আল-হিদায়াতে বলা হয়েছে: **(وَالْمَفْرُوضُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ)** - "মাথা মাসেহ করার ফরজ পরিমাণ হলো নাসিয়া বা কপালের ওপরের অংশ।"

৪. উভয় পা টাকনুসহ ধৌত করা (غسل الرجلين مع الكعبين): উভয় পায়ের টাকনু বা গিঁটসহ ধৌত করা ফরজ। শিয়ারা পা মাসেহ করার কথা বলে, কিন্তু আল্লামা মারগিনানী (র.) তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, হাদিসে এসেছে: **(وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)** - "শুকনা গোড়ালিগুলোর জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।" ধৌত না করলে এই ভীতি প্রদর্শন করা হতো না।

অজুর সুন্নাতসমূহ (سنن الوضوء):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থে অজুর বেশ কিছু সুন্নাতের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. নিয়ত করা (النية): হানাফী মাযহাবে অজুর শুরুতে নিয়ত করা সুন্নাত (শাফিয়ী মাযহাবে ফরজ)। কারণ, পানি নিজেই পবিত্রকারী বস্তু, তাই নিয়তের প্রয়োজন হয় না। তবে সওয়াব পাওয়ার জন্য নিয়ত করা সুন্নাত।

২. বিসমিল্লাহ বলা (التسمية): অজুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাত। হাদিসে এসেছে: **(لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللهَ)** - "যে আল্লাহর নাম নিল না, তার (কামিল) অজু হলো না।"

৩. মিসওয়াক করা (السواك): রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমি প্রতি ওজুতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"

৪. কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া (المضمضة والاستنشاق): তিনবার কুলি করা এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া সুন্নাত।

৫. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (الترتيب): কুরআনের আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে (প্রথমে মুখ, তারপর হাত...), সেই ক্রম বা তারতিব রক্ষা করা হানাফী মতে সুন্নাত (শাফিয়ী মতে ফরজ)।

৬. পর্যায়ক্রমিক ধৌত করা (الموالاة): এক অঙ্গ শুকানোর আগেই অন্য অঙ্গ ধৌত করা সুন্নাত।

অজু ভঙ্গের কারণসমূহ (نواقض الوضوء):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থে অজু ভঙ্গের কারণ বা 'নাওয়াকিজ' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. শরীর থেকে কিছু বের হওয়া (ما خرج من السبيلين): প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা কিছু বের হয় (মল, মূত্র, বায়ু, বা অন্য কিছু), তা অজু ভঙ্গ করে। দলিল: কুরআনের আয়াত **(أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)** - "অথবা তোমাদের কেউ যদি মলত্যাগ করে আসে।"

২. শরীর থেকে অপবিত্র বস্তু গড়িয়ে পড়া (النجاسة السائلة): শরীরের যেকোনো স্থান থেকে রক্ত, পুঁজ বা হলুদ পানি বের হয়ে যদি গড়িয়ে পড়ে, তবে অজু ভেঙে যাবে। এটি হানাফী মাযহাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (শাফিয়ী মতে শুধু রক্ত বের হলে অজু ভাঙ্গে না)। দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ)** অর্থ: "প্রবাহিত রক্ত বের হলে অজু করতে হবে।"

৩. মুখ ভরে বমি করা (القيء ملء الفم): যদি কেউ মুখ ভরে বমি করে, তবে অজু ভেঙে যাবে। মুখ ভরার পরিমাপ হলো, যা কষ্টে মুখে আটকে রাখা যায়। দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) একবার বমি করলেন, অতঃপর অজু করলেন।

৪. ঘুমানো (النوم): চিত হয়ে, কাত হয়ে বা কোনো কিছুর সাথে ঠেস দিয়ে এমনভাবে ঘুমানো যে, সেই ঠেস দেওয়া বস্তু সরিয়ে নিলে সে পড়ে যাবে—এমন ঘুমে অজু ভেঙে যায়। কারণ, এতে শরীরের জোড়াগুলো ঢিলা হয়ে যায় এবং বায়ু বের হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৫. বেহুশ বা পাগল হওয়া (الإغماء والجنون): বেহুশ হলে বা পাগল হলে মানুষের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তাই অজু ভেঙে যায়।

৬. নামাজে অট্টহাসি দেওয়া (القهقهة في الصلاة): কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামাজে শব্দ করে হাসে (যা পাশের লোক শোনে), তবে তার অজু ও নামাজ উভয়টি ভেঙে যাবে। দলিল: হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তি নামাজে অন্ধ লোককে গর্তে পড়তে দেখে হেসে ফেললে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: **(أَلَا**

(مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যে অট্টহাসি দিল, সে যেন অজু এবং নামাজ উভয়টি পুনরায় আদায় করে।"

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, পবিত্রতা অর্জন মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে আল্লামা মারগিনানী (র.) কুরআন ও সুন্নাহর দলিল এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের আলোকে অজুর মাসআলাগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের উচিত অজুর ফরজ, সুন্নাত ও ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো ভালোভাবে জেনে বিশুদ্ধভাবে ইবাদত করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

4- تحدث عن أحكام التيمم سببه وصفته وما ينقضه، ومواضع الفروج التي يسن ضربها باليدين-

[তায়াম্মুমের হুকুম এবং এর কারণ, পদ্ধতি কী? ও তায়াম্মুম বিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ কী কী? এবং সেই স্থানসমূহ (যেখানে হাত দিয়ে আঘাত করা সুন্নাত) সম্পর্কে আলোচনা কর।]

প্রশ্ন-৫: তায়াম্মুমের হুকুম এবং এর কারণ, পদ্ধতি কী? তায়াম্মুম বিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ কী কী? এবং সেই স্থানসমূহ (যেখানে হাত দিয়ে আঘাত করা সুন্নাত) সম্পর্কে আলোচনা কর।

ভূমিকা: ইসলামী শরিয়তে পবিত্রতা অর্জনের মূল মাধ্যম হলো পানি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদির ওপর রহমত স্বরূপ পানির অবর্তমানে বা ব্যবহারে অক্ষমতার ক্ষেত্রে পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন। একে পরিভাষায় **'তায়াম্মুম'** বলা হয়। 'আল-হিদায়া' প্রণেতা কিতাবুত তাহারাত অধ্যায়ে তায়াম্মুমের বিধান অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এটি ওজু ও গোসল উভয়ের স্থলাভিষিক্ত বা 'খলিফা' হিসেবে গণ্য।

তায়াম্মুমের হুকুম বা বিধান (حكم التيمم):

তায়াম্মুমের হুকুম হলো, যখন পানি পাওয়া যাবে না কিংবা ব্যবহারে অক্ষমতা থাকবে, তখন পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা ফরজ (নামাজ আদায়ের জন্য)। তায়াম্মুম দ্বারা অর্জিত পবিত্রতা ওজুর মতোই কার্যকর। এর দ্বারা ফরজ, নফল সব ধরণের নামাজ পড়া যায় এবং কুরআন স্পর্শ করা যায়। **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)** অর্থ: "অতঃপর যদি তোমরা পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।" (সূরা মায়িদা: ৬)

তায়াম্মুমের কারণ বা সাবাব (أسباب التيمم):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকারের মতে, তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার মূল কারণ হলো পানি ব্যবহারে অক্ষমতা। এই অক্ষমতা কয়েকটি কারণে হতে পারে:

- **১. পানির দূরত্ব:** যদি পানি এক মাইল (প্রায় ৪০০০ কদম) বা তার বেশি দূরে থাকে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, **(وَبُعْدُ الْمِيلِ يُخْتَارُ فِي الْفَتْوَى)** - "ফতোয়ার ক্ষেত্রে এক মাইলের দূরত্ব গ্রহণযোগ্য।"

- **২. রোগ বৃদ্ধি বা মৃত্যুর আশঙ্কা:** যদি পানি ব্যবহার করলে রোগ বেড়ে যাওয়ার বা সুস্থ হতে দেরি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।
- **৩. তীব্র শীত:** যদি পানি এত ঠান্ডা হয় যে, তা ব্যবহার করলে অঙ্গহানি বা মৃত্যুর ভয় থাকে।
- **৪. শত্রুর ভয়:** পানির ঘাটে বা পথে শত্রু বা হিংস্র প্রাণীর ভয় থাকলে।
- **৫. পানির অভাব (তৃষ্ণা):** যদি কাছে অল্প পানি থাকে যা পান করলে নিজের বা সাথীদের তৃষ্ণা নিবারণ হবে, কিন্তু ওজু করলে খাওয়ার পানির সংকট দেখা দিবে।
- **৬. যন্ত্রপাতির অভাব:** কূয়া আছে কিন্তু পানি তোলার জন্য রশি বা বালতি নেই।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি ও রুকন (صفة التيمم وأركانه):

হানাফী মাযহাব মতে তায়াম্মুমের রুকন দুটি এবং এর পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- **১. নিয়ত করা (النية):** তায়াম্মুমের শুরুতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা ফরজ। কারণ মাটি নিজে পবিত্রকারী নয়, নিয়তের মাধ্যমে তা ইবাদতের যোগ্য হয়। (ওজুতে নিয়ত সুন্নাত হলেও তায়াম্মুমে ফরজ)।
- **২. দুটি আঘাত (الضربتان):** দুই হাতের তালু মাটিতে দুইবার মারা।
    - **প্রথম আঘাত:** একবার মাটিতে হাত মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা।
    - **দ্বিতীয় আঘাত:** দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ)** অর্থ: "তায়াম্মুম হলো দুটি আঘাত—একটি চেহারার জন্য, অন্যটি কনুই পর্যন্ত দুই হাতের জন্য।"

হাত দিয়ে আঘাত করার স্থানসমূহ বা মাওয়াদিউল ফুরুজ (مواضع الفروج):

প্রশ্নে উল্লেখিত **'মওয়াদিউল ফুরুজ'** বলতে হাতের আঙুলের ফাঁক এবং আঘাতের ধরণ বোঝানো হয়েছে। 'আল-হিদায়া' অনুযায়ী:

- মাটিতে হাত মারার সময় আঙুলগুলো সামান্য ফাঁক করে রাখতে হবে।
- হাতে বেশি মাটি লেগে গেলে তা ঝেড়ে ফেলতে হবে, যাতে চেহারার আকৃতি বিকৃত না হয় বা ধুলাবালি চোখের ক্ষতি না করে। হাদিসে এসেছে, নবীজি (সা.) হাতে ফুঁ দিয়ে অতিরিক্ত মাটি ফেলে দিয়েছিলেন।
- হাতের আঙুলের ফাঁকগুলো (ফুরুজ) মাসেহ করা জরুরি (খিলাল করা)। আংটি থাকলে তা খুলে বা নেড়ে তার নিচে মাসেহ পৌঁছাতে হবে।

তায়াম্মুম বিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ (نواقض التيمم):

যেসব কারণে ওজু নষ্ট হয়, সেসব কারণেই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়। এর সাথে অতিরিক্ত একটি কারণ যুক্ত হবে। তা হলো:

- **১. পানি পাওয়া (رؤية الماء):** তায়াম্মুমকারী যদি পানি পায় এবং তা ব্যবহারে সক্ষম হয়, তবে সাথে সাথে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। হাদিসে এসেছে: **(فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ)** - "যখন তুমি পানি পাবে, তখন তা শরীরে ব্যবহার করো।"
- **২. ওজু ভঙ্গের কারণসমূহ:** প্রস্রাব-পায়খানা, বায়ু নির্গমন, ঘুম, বেহুশ হওয়া ইত্যাদি যা ওজু নষ্ট করে, তা তায়াম্মুমও নষ্ট করে।
- **৩. ওজরের সমাপ্তি:** যে ওজরের কারণে (যেমন রোগ বা শত্রুভয়) তায়াম্মুম করা হয়েছিল, সেই ওজর দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, তায়াম্মুম উম্মতে মুহাম্মদির জন্য আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। 'আল-হিদায়া' কিতাবে এর মাসআলাগুলো অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তায়াম্মুমের মাধ্যমে মুমিন বান্দা পানির অবর্তমানেও আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারে এবং ইবাদতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে। এটি শরিয়তের সহজতার (Taisir) অন্যতম নিদর্শন।

5- ما معنى السواك؟ ومتى يستحب؟ اكتب مع ذكر أحكامه وأدابه مفصلا-
[মিসওয়াক কাকে বলে? কখনমিসওয়াক করা মুস্তাহাব? মিসওয়াকের হুকুম ও আদব বিস্তারিত বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন-৫: মিসওয়াক কাকে বলে? কখন মিসওয়াক করা মুস্তাহাব? মিসওয়াকের হুকুম ও আদব বিস্তারিত বর্ণনা কর।

ভূমিকা: ইসলামী শরিয়তে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" মুখের পবিত্রতা ও দুর্গন্ধ দূর করার জন্য মিসওয়াক করা সকল নবীর সুন্নাত বা 'সুন্নাতুল আম্বিয়া'। হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'র কিতাবুত তাহারাত অধ্যায়ে ওজুর সুন্নাতগুলোর মধ্যে মিসওয়াককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল দাঁত পরিষ্কারের মাধ্যম নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনেরও একটি বড় মাধ্যম।

মিসওয়াকের পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف السواك):

আভিধানিক অর্থ: 'মিসওয়াক' (السواك) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো ঘর্ষণ করা, মাজা বা ডলা। যে কাঠি বা ডাল দিয়ে দাঁত মাজা হয়, তাকেও আভিধানিকভাবে মিসওয়াক বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থ: ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায়, গাছের ডাল বা শিকড় (সাধারণত পিলু বা যাইতুন গাছের) দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে দাঁত ও মাড়ি পরিষ্কার করা এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করাকে মিসওয়াক বলা হয়।

মিসওয়াকের হুকুম (حكم السواك):

হানাফী মাযহাব মতে ওজুর সময় মিসওয়াক করা **'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা'**। আল-হিদায়া গ্রন্থে ওজুর সুন্নাত বর্ণনার সময় বলা হয়েছে: **(وَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ)**। যদি কারো কাছে মিসওয়াক না থাকে বা দাঁতের বা মাড়ির কোনো সমস্যা থাকে, তবে আঙুল দিয়ে দাঁত ঘষলেও মিসওয়াকের আদব আদায় হয়ে যাবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এটি বর্জন করা অনুচিত।

দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)** অর্থ: "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি প্রত্যেক ওজুর সময় তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ (ফরজ) দিতাম।"

(বুখারী ও মুসলিম)। এই হাদিসের 'নির্দেশ দিতাম' কথাটি প্রমাণ করে যে এটি ওয়াজিবের কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

যেসব সময়ে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব (أوقات الاستحباب):

যদিও ওজুর সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত, তবে ফকিহগণ হাদিসের আলোকে আরও কিছু সময়ে মিসওয়াক করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। সেগুলো হলো:

১. ওজুর সময়: বিশেষ করে কুলি করার সময় (হানাফী মতে)। **২. নামাজে দাঁড়ানোর সময়:** যদি ওজুর সময় মিসওয়াক না করা হয়ে থাকে। **৩. ঘুম থেকে ওঠার পর:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘুম থেকে উঠেই মিসওয়াক করতেন। **৪. কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে:** যেহেতু মুখ দিয়ে আল্লাহর কালাম উচ্চারিত হয়। **৫. দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে:** দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার কারণে বা কোনো খাবার খাওয়ার ফলে মুখে দুর্গন্ধ হলে। **৬. বাড়িতে প্রবেশের সময়:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বাড়িতে প্রবেশ করেই প্রথমে মিসওয়াক করতেন। **৭. মৃত্যুশয্যায়:** মৃত্যুর সময় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব, এতে কালিমা নসিব সহজ হয় বলে আলেমগণ মত দিয়েছেন।

মিসওয়াকের আদব ও নিয়মাবলি (آداب السواك وكيفيته):

মিসওয়াক করার কিছু নির্দিষ্ট আদব ও নিয়ম রয়েছে, যা পালন করলে পূর্ণ সওয়াব ও উপকারিতা পাওয়া যায়। ফিকহ ও হাদিসের কিতাবে বর্ণিত আদবগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. মিসওয়াকের ডাল নির্বাচন: মিসওয়াক হতে হবে তিতা বা কষ জাতীয় গাছের ডাল। এর মধ্যে 'আরাক' বা পিলু গাছের ডাল সবচেয়ে উত্তম। এরপর যাইতুন গাছের ডাল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(نِعْمَ السِّوَاكُ الزَّيْتُونُ)** - "যাইতুন কতই না চমৎকার মিসওয়াক।"

২. ধরা বা মুষ্টির পদ্ধতি: মিসওয়াক ডান হাতে ধরা মুস্তাহাব। ধরার নিয়ম হলো— কনিষ্ঠ আঙুল মিসওয়াকের নিচে থাকবে, বৃদ্ধাঙ্গুলি মিসওয়াকের নিচে থাকবে এবং মাঝখানের বাকি তিন আঙুল মিসওয়াকের ওপরে থাকবে।

৩. মিসওয়াক করার পদ্ধতি:

- মিসওয়াক দাঁতের প্রস্থে (আড়াআড়িভাবে) করতে হবে, লম্বালম্বিভাবে নয়। লম্বালম্বি করলে মাড়ি কেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

- শুরু করতে হবে ডান দিক থেকে।
- ওপরের মাড়ির ডান দিক, তারপর বাম দিক। এরপর নিচের মাড়ির ডান দিক, তারপর বাম দিক।
- জিহ্বার ওপরেও লম্বালম্বিভাবে আলতো করে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

৪. মিসওয়াকের সাইজ বা পরিমাণ: মিসওয়াকের দৈর্ঘ্য হবে এক বিঘত (হাতের আঙুল প্রসারিত করলে যা হয়)। এর চেয়ে বেশি লম্বা হলে তাতে শয়তান চড়ে বসে (রূপক অর্থে)। আর মোটা হবে কনিষ্ঠ আঙুলের সমান। খুব বেশি শক্ত বা খুব বেশি নরম হবে না।

৫. ধৌত করা: মিসওয়াক ব্যবহারের আগে এবং পরে পানি দিয়ে ধৌত করা আদব। হজরত আয়েশা (রা.) নবীজির (সা.) মিসওয়াক ধুয়ে দিতেন।

৬. সংরক্ষণ: মিসওয়াক ব্যবহারের পর শুইয়ে বা ফেলে না রেখে দাঁড় করিয়ে রাখা উত্তম।

মিসওয়াকের উপকারিতা ও ফাজায়েল:

মিসওয়াকের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)** অর্থ: "মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনকারী এবং রবের সন্তুষ্টির মাধ্যম।"

- **ধর্মীয় উপকার:** এটি আল্লাহকে খুশি করে, ফেরেশতাদের খুশি করে, ইবাদতে সওয়াব বৃদ্ধি করে (এক রেওয়ায়েত মতে, মিসওয়াক করে নামাজ পড়লে সত্তর গুণ বেশি সওয়াব হয়) এবং মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হতে সাহায্য করে।
- **স্বাস্থ্যগত উপকার:** এটি মাড়ি শক্ত করে, চোখের জ্যোতি বাড়ায়, দাঁতের হলুদ ভাব দূর করে, খাবার হজমে সাহায্য করে এবং গলার কফ দূর করে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, মিসওয়াক একটি সহজ অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল। এটি ইসলামের শিআর বা নিদর্শনগুলোর অন্যতম। 'আল-হিদায়া' ও অন্যান্য ফিকহ গ্রন্থে এর হুকুম ও আদবগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে মুসলিম উম্মাহ শারীরিক পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আত্মিক প্রশান্তি লাভ করতে

পারে। আমাদের উচিত দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষ করে ওজুর সময় এই সুন্নাতটি গুরুত্বের সাথে পালন করা।

6- اكتب أحكام المسبح على الخف والجورب مع بيان مدة المسح عليهما مفصلا-

[মোজা ও জুতা উপর মসেহ করার বিধান কী? এবং কতদিন পর্যন্ত এগুলোর উপর মাসেহ করা বৈধ আছে? বিস্তারিত লেখ।]

প্রশ্ন-৬: মোজা ও জুতা উপর মসেহ করার বিধান কী? এবং কতদিন পর্যন্ত এগুলোর উপর মাসেহ করা বৈধ আছে? বিস্তারিত লেখ।

ভূমিকা: ইসলাম একটি সহজ ও স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর সাধ্যের বাইরে কোনো বিধান চাপিয়ে দেননি। ওজুতে পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার ওপর মাসেহ করা বা হাত বুলিয়ে নেওয়া শরিয়তের এমনই একটি সহজীকরণ বা **'রুখসাত'**। হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'তে 'বাবুল মাসহি আলাল খুফফাইন' বা মোজার ওপর মাসেহ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একটি অন্যতম নিদর্শন।

মোজার ওপর মাসেহ করার বিধান (حكم المسح على الخف):

চামড়ার মোজা বা 'খুফ'-এর ওপর মাসেহ করা জায়েজ এবং এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। নারী-পুরুষ, মুসাফির-মুকিম সকলের জন্যই এটি বৈধ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে: **(الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ)** অর্থাৎ, "সুন্নাত (হাদিস) দ্বারা মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ প্রমাণিত।"

দলিল: হজরত হাসান বসরি (র.) বলেন, "আমি বদরি সাহাবীদের মধ্য থেকে সত্তর জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাঁরা সকলেই চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ মনে করতেন।" এছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: **(يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً)** অর্থ: "মুসাফির তিন দিন তিন রাত এবং মুকিম বা স্থানীয় ব্যক্তি একদিন একরাত মাসেহ করবে।"

যেসব মোজার ওপর মাসেহ জায়েজ (أنواع الخف والجورب):

১. চামড়ার মোজা (Khuff): সর্বসম্মতিক্রমে চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো তা পায়ে ঠিকমতো লেগে থাকতে হবে এবং তা পরিধান করে হাঁটাচলা করা সম্ভব হতে হবে।

২. সাধারণ মোজা বা জাওরাব (Jawrab): চামড়া ছাড়া অন্য উপাদান (যেমন সুতা, উল বা নাইলন) দিয়ে তৈরি মোজাকে 'জাওরাব' বলা হয়। 'আল-হিদায়া'র ভাষ্যমতে, ইমাম আবু হানিফা (র.) প্রথমে বলতেন, সাধারণ মোজার ওপর মাসেহ জায়েজ নয় যদি না তা চামড়া দ্বারা মোড়ানো (মুজাল্লাদ) বা নিচে চামড়ার তলা লাগানো (মুনা'আল) হয়। তবে পরবর্তীতে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে সাহাবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ)-এর মত গ্রহণ করেন। **ফতোয়া হলো:** যদি মোজাটি **'ছখিন'** বা মোটা ও শক্ত হয়, তবে তার ওপর মাসেহ জায়েজ। মোটা হওয়ার মানদণ্ড তিনটি:

- ক. মোজাটি পায়ে পড়ার পর রাবার বা ফিতা ছাড়াই স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে।
- খ. এর ভেতর দিয়ে পানি প্রবেশ করে না।
- গ. এটি পড়ে বিনা জুতায় এক ফারসাখ (প্রায় ৩ মাইল) হাঁটা যায়। বর্তমানে প্রচলিত পাতলা সুতি বা নাইলনের মোজা, যা চামড়া দেখা যায় বা পানি চুষে নেয়, তার ওপর মাসেহ হানাফী মাযহাবে জায়েজ নেই।

মাসেহ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط المسح):

মোজার ওপর মাসেহ করার জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়: **১. পবিত্রতা অর্জনের পর পরিধান করা:** পূর্ণ ওজু বা গোসল করে পা ধোয়ার পর মোজা পরতে হবে। দলিল: হজরত মুগিরা বিন শুবা (রা.) নবীজির মোজা খুলতে চাইলে তিনি বলেন: **(دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)** - "ওগুলো থাকতে দাও, আমি ওজু করেই এগুলো পরেছি।" **২. মোজা টাকনু পর্যন্ত ঢাকা থাকা:** মোজাটি অবশ্যই পায়ের টাকনু বা গিঁট পর্যন্ত ঢাকতে হবে। **৩. ছেঁড়া না হওয়া:** মোজার কোনো অংশ যেন তিন আঙুল পরিমাণ বা তার বেশি ছেঁড়া না থাকে।

মাসেহ করার সময়সীমা (مدة المسح):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থে হাদিসের আলোকে মাসেহ করার সময়সীমা বা মুদ্দত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. মুকিম বা স্থানীয় ব্যক্তির জন্য: যারা সফরে নেই, তাদের জন্য সময়সীমা হলো **এক দিন এক রাত বা ২৪ ঘণ্টা**।

২. মুসাফির বা ভ্রমণকারীর জন্য: যারা শরিয়তসম্মত সফরে (৪৮ মাইল বা তার বেশি দূরত্বে) আছেন, তাদের জন্য সময়সীমা হলো **তিন দিন তিন রাত বা ৭২ ঘণ্টা**।

দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)** অর্থ: "রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকিমের জন্য একদিন একরাত সময় নির্ধারণ করেছেন।"

সময় গণনা কখন থেকে শুরু হবে? এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। মোজা পরার সময় থেকে সময় গণনা শুরু হবে না, বরং মোজা পরার পর **প্রথমবার যখন ওজু ভঙ্গ হবে**, ঠিক তখন থেকে সময় গণনা শুরু হবে। উদাহরণ: কেউ সকাল ৮টায় ওজু করে মোজা পরল। জোহর ও আসর পর্যন্ত তার ওজু থাকল। বিকাল ৫টায় তার ওজু ভাঙল। তাহলে মুকিম হলে পরের দিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত সে মাসেহ করতে পারবে।

মাসেহ করার পদ্ধতি (كيفية المسح):

মাসেহ করার সুন্নাত পদ্ধতি হলো, হাতের ভিজা আঙুলগুলো পায়ের পাতার ওপরের অংশে রেখে টেনে আনা। পায়ের নিচে মাসেহ করা সুন্নাত নয়। হজরত আলী (রা.) বলেন: "যদি দ্বীন কেবল যুক্তির ওপর চলত, তবে মোজার ওপরের চেয়ে নিচেই মাসেহ করা বেশি যুক্তিযুক্ত হতো (কারণ ময়লা নিচে লাগে), কিন্তু আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মোজার ওপরেই মাসেহ করতে দেখেছি।"

মাসেহ ভঙ্গের কারণসমূহ (نواقض المسح):

নিম্নোক্ত কারণে মাসেহ বাতিল হয়ে যায়: **১. সময় শেষ হওয়া:** নির্ধারিত ২৪ ঘণ্টা বা ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে গেলে। **২. মোজা খুলে ফেলা:** যদি কেউ ওজু থাকা অবস্থায় মোজা খুলে ফেলে, তবে তার মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে শুধু পা ধুতে হবে। **৩. গোসল ফরজ হওয়া:** জানাবাত বা গোসল ফরজ হলে মোজার ওপর মাসেহ চলে না, তখন মোজা খুলে গোসল করা ফরজ। **৪. মোজা ছিঁড়ে যাওয়া:** যদি মোজার অধিকাংশ বা তিন আঙুল পরিমাণ অংশ ছিঁড়ে যায়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, মোজার ওপর মাসেহ করার বিধানটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য এক বিশেষ উপহার। বিশেষ করে শীতপ্রধান দেশে বা সফরের সময় এটি ইবাদত পালনকে অনেক সহজ করে দেয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত

শর্ত ও সময়সীমা মেনে মাসেহ করলে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে। আল্লাহ আমাদের শরিয়তের এই সহজতাকে গ্রহণ করার তৌফিক দিন।

7- قارن بين أحكام الطهارة في المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، مستشهدا بما ورد في كتاب الطهارة في الهداية-

[আল-হিদায়া'র কিতাবুত তাহারাত থেকে উদাহরণসহ হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবে পবিত্রতার হুকুমের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।]

প্রশ্ন-৭: 'আল-হিদায়া'র কিতাবুত তাহারাত থেকে উদাহরণসহ হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবে পবিত্রতার হুকুমের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

ভূমিকা: ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের সৌন্দর্য হলো 'ইখতিলাফ' বা ইমামগণের মতপার্থক্য। এই মতপার্থক্য উম্মাহর জন্য রহমতস্বরূপ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের লেখক শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) তাঁর কিতাবে 'ফিকহুল মুকারিন' বা তুলনামূলক ফিকহের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি কিতাবুত তাহারাত অধ্যায়ে হানাফী মাযহাবের মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়শই ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতামতের উল্লেখ করেছেন এবং দলিলের আলোকে হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। নিচে পবিত্রতার কয়েকটি মৌলিক মাসআলায় উভয় মাযহাবের তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হলো।

১. ওজুতে নিয়ত করা (النية في الوضوء):

ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত করা জরুরি কি না, এ বিষয়ে দুই ইমামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

- **ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত:** ওজুতে নিয়ত করা **ফরজ**। নিয়ত ছাড়া ওজু হবে না।
    - **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)** - "নিশ্চয়ই আমলসমূহের প্রাপ্য নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" যেহেতু ওজু একটি ইবাদত, তাই এতে নিয়ত জরুরি।
- **হানাফী মাযহাবের মত:** ওজুতে নিয়ত করা **সুন্নাত**, ফরজ নয়। কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পানিতে পড়ে যায় আর তার অঙ্গগুলো ভিজে যায়, তবে তার ওজু হয়ে যাবে।
    - **আল-হিদায়ার ভাষ্য ও যুক্তি:** ওজু হলো 'মাকসুদ' বা মূল ইবাদত নয়, বরং এটি নামাজের চাবিকাঠি বা মাধ্যম (**ওয়াসিলা**)। আর পানি স্বভাবগতভাবেই পবিত্রকারী বস্তু। ময়লা দূর করতে যেমন নিয়তের

প্রয়োজন নেই, তেমনি নাপাকি দূর করতেও নিয়ত ফরজ নয়। তবে সওয়াব পাওয়ার জন্য নিয়ত করা সুন্নাত।

২. তারতিব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা (الترتيب):

কুরআনের আয়াতে বর্ণিত অঙ্গগুলোর ধারাবাহিকতা (প্রথমে মুখ, তারপর হাত, তারপর মাথা, তারপর পা) রক্ষা করা।

- **ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত:** ওজুতে তারতিব রক্ষা করা **ফরজ**। কেউ যদি আগে পা ধুয়ে ফেলে পরে মুখ ধোয়, তবে ওজু হবে না।
    - **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বদা এই ধারাবাহিকতা মেনেই ওজু করেছেন। তিনি বলেছেন, **(إِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ)** - "আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন, তোমরাও তা দিয়ে শুরু কর।"
- **হানাফী মাযহাবের মত:** ওজুতে তারতিব রক্ষা করা **সুন্নাত**।
    - **আল-হিদায়ার যুক্তি:** পবিত্র কুরআনে ওজুর আয়াতে **(وَ)** বা 'ওয়াও' অব্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী 'ওয়াও' কেবল জমা বা একত্রিত করার অর্থে আসে, তারতিব বা ধারাবাহিকতার অর্থে আসে না। তাই অঙ্গগুলো ধোয়া পাওয়া গেলেই ওজু হয়ে যাবে, আগ-পিছ হলে সমস্যা নেই।

৩. শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া (خروج الدم):

শরীর থেকে রক্ত বের হলে ওজু ভাঙবে কি না?

- **ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত:** শরীর থেকে রক্ত বের হলে ওজু ভাঙ্গে না, যদি না তা প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়।
    - **যুক্তি:** ওমর (রা.) জখম থেকে রক্ত পড়া অবস্থায় নামাজ আদায় করেছিলেন।
- **হানাফী মাযহাবের মত:** শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে ওজু ভেঙ্গে যায়।

- **আল-হিদায়ার দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **(الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ)** - "প্রবাহিত রক্ত বের হলে ওজু করতে হবে।" আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন, নাপাকি বের হওয়া হলো অজু ভঙ্গের মূল কারণ, আর রক্ত মূলত নাপাক।

৪. মাথা মাসেহ করার পরিমাণ (مقدار مسح الرأس):

- **ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত:** মাথার সামান্য অংশ, এমনকি **তিনটি চুল** পরিমাণ মাসেহ করলেই ফরজ আদায় হয়ে যাবে।
  - **দলিল:** কুরআনে বলা হয়েছে **(وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)**। এখানে 'বা' (ب) হরফটি আংশিক অর্থ বোঝায়।
- **হানাফী মাযহাবের মত:** মাথার চার ভাগের এক ভাগ (**নাসিয়া পরিমাণ**) মাসেহ করা ফরজ।
  - **আল-হিদায়ার দলিল:** হজরত মুগিরা ইবনে শুবা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) ওজু করলেন এবং তাঁর কপালের ওপরের অংশ (নাসিয়া) ও পাগড়ির ওপর মাসেহ করলেন। নাসিয়া হলো মাথার এক-চতুর্থাংশ।

৫. নারীকে স্পর্শ করলে ওজু ভঙ্গ হওয়া (لمس المرأة):

- **ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত:** গায়ের মাহরাম নয় এমন নারীকে স্পর্শ করলেই পুরুষের ওজু ভেঙ্গে যায়।
  - **দলিল:** কুরআনের আয়াত **(أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)** - "অথবা তোমরা যদি নারীদের স্পর্শ কর।" তিনি এখানে 'লামাসতুম' অর্থ হাত দিয়ে স্পর্শ করা গ্রহণ করেছেন।
- **হানাফী মাযহাবের মত:** নারীকে স্পর্শ করলে ওজু ভাঙ্গে না। তবে যদি কামভাবের সাথে হয় বা লজ্জাস্থান মিলে যায় তবে ভাঙবে।
  - **আল-হিদায়ার ব্যাখ্যা:** আয়াতে 'লামাসতুম' শব্দ দ্বারা **'জিমা'** বা সহবাস বোঝানো হয়েছে, সাধারণ স্পর্শ নয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "আমি নবীজির সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম, তিনি সিজদা করার

সময় আমার পায়ে চিমটি কাটতেন (স্পর্শ করতেন), আমি পা সরিয়ে নিতাম।" এতে বোঝা যায় স্পর্শে ওজু ভাঙ্গে না।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, হানাফী ও শাফেঈ উভয় মাযহাবই কুরআন ও সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'আল-হিদায়া' কিতাবে আল্লামা মারগিনানী (র.) এই মতভেদগুলোকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, হানাফী মাযহাবের প্রতিটি মাসআলাই শক্তিশালী যুক্তি ও দলিলের ওপর ভিত্তি করে রচিত। এই তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার্থীদের ফিকহি মেধা বিকাশে এবং অন্য মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরিতে সহায়তা করে।

8- هل يرفع الحدث بالماء المستعمل؟ وهل تزال النجاسة به؟ بين مفصلا [الماء المستعمل তথা ব্যবহৃত পানি দ্বারা কি পবিত্রতা অর্জন করা যায়? এবং তা দ্বারা কি নাপাকি দূর করা যায়? বিস্তারিত বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন-৮: আল-মাউল মুস্তা'মাল (الماء المستعمل) তথা ব্যবহৃত পানি দ্বারা কি পবিত্রতা অর্জন করা যায়? এবং তা দ্বারা কি নাপাকি দূর করা যায়? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

ভূমিকা: ইসলামী শরিয়তে পবিত্রতা অর্জনের প্রধান উপকরণ হলো পানি। তবে সব ধরণের পানি দিয়ে সব ধরণের পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় একটি বিশেষ প্রকারের পানি রয়েছে যাকে **'আল-মাউল মুস্তা'মাল'** বা ব্যবহৃত পানি বলা হয়। এই পানি সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে এবং বিশেষ করে হানাফী মাযহাবে বিস্তারিত আলোচনা ও মতভেদ রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) এই পানির বিধান অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

ব্যবহৃত পানি বা 'মা-এ মুস্তা'মাল'-এর পরিচয়:

'আল-হিদায়া'র ভাষ্যমতে, যখন কোনো ব্যক্তি হাদাস (অজুহীন বা গোসল ফরজ অবস্থা) দূর করার জন্য অথবা সওয়াবের নিয়তে ওজু বা গোসল করে, তখন শরীর থেকে যে পানি গড়িয়ে পড়ে, তাকে **'মা-এ মুস্তা'মাল'** বা ব্যবহৃত পানি বলা হয়। পানিটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই তা 'মুস্তা'মাল' হয়ে যায়।

১. ব্যবহৃত পানি দ্বারা 'হাদাস' দূর করার বিধান (رفع الحدث بالماء المستعمل):

হাদাস বলতে বুঝায় ওজু না থাকা বা গোসল ফরজ হওয়া। হানাফী মাযহাবের সর্বসম্মত ফতোয়া হলো—ব্যবহৃত পানি দ্বারা হাদাস দূর করা জায়েজ নেই। অর্থাৎ এই পানি দিয়ে পুনরায় ওজু বা গোসল করলে তা আদায় হবে না।

দলিল ও যুক্তি:

- **হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: **(لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ)** অর্থ: "তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় (শরীর ডুবিয়ে) বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।" আল-হিদায়া প্রণেতা বলেন, যদি ব্যবহৃত পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যেত, তবে নবীজি (সা.) বদ্ধ পানিতে নামতে নিষেধ করতেন না। কারণ, গোসল করলে পানি তো নষ্ট

হওয়ার কথা নয়। নিষেধ করার মানেই হলো, শরীর ধোয়ার কারণে ওই পানি তার পবিত্র করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

- **সাহাবীদের আমল:** সাহাবায়ে কেরাম সফরে পানির তীব্র সংকট থাকা সত্ত্বেও কখনো শরীর ধোয়া পানি বা ব্যবহৃত পানি জমা করে তা দিয়ে পুনরায় ওজু করেননি। তারা বরং তায়াম্মুম করেছেন।
- **যৌক্তিক দলিল:** যে পানি একবার ব্যবহার করা হয়েছে, তা দিয়ে একটি ইবাদত (হাদাস দূর করা) সম্পন্ন হয়েছে। যেমন—গোলাম আজাদ করে দিলে সেই গোলাম দিয়ে পুনরায় কাফফারা আদায় করা যায় না, তেমনি যে পানি দিয়ে একবার দায়িত্ব পালন করা হয়েছে, তা দিয়ে পুনরায় পবিত্রতা অর্জন করা যায় না।

২. ব্যবহৃত পানি নিজে পাক না নাপাক? (طهارة الماء المستعمل):

এই পানি দিয়ে কি নাপাকি দূর করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে পানিটি নিজে পাক কি না তার ওপর। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবে তিনটি মত বা 'রিওয়ায়াত' রয়েছে, যা 'আল-হিদায়া'তে উল্লেখ করা হয়েছে:

- **ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর এক রিওয়ায়াত মতে:** এটি **'নাজাসাতে গালিজা'** বা গুরুতর নাপাক। কারণ, এই পানি দ্বারা গুনাহ বা হাদাস ধুয়ে ফেলা হয়েছে, তাই এটি নাপাক হয়ে গেছে।
- **ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে:** এটি **'নাজাসাতে খাফিফা'** বা লঘু নাপাক। কারণ এ বিষয়ে ফকিহদের ইখতিলাফ বা মতভেদ রয়েছে।
- **ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে (এবং এটিই গ্রহণীয় ফতোয়া):** ব্যবহৃত পানি মূলত **'পবিত্র' (Tahir)**, কিন্তু **'পবিত্রকারী নয়' (Ghayr Mutahhir)**। অর্থাৎ, এটি কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হবে না, কিন্তু এটি দিয়ে ওজু-গোসল হবে না।
    - **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর অসুস্থতার সময় তাঁর ওজুর অবশিষ্ট পানি বা ব্যবহৃত পানি জাবের (রা.)-এর গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। যদি এই পানি নাপাক হতো, তবে নবীজি (সা.) তা সাহাবীর গায়ে ছিটাতেন না।

৩. ব্যবহৃত পানি দ্বারা 'নাজাসাত' দূর করার বিধান (إزالة النجاسة به):

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ হলো, এই পানি দিয়ে কাপড়ের বা শরীরের দৃশ্যমান নাপাকি (যেমন রক্ত, পায়খানা) ধোয়া যাবে কি না?

যেহেতু হানাফী মাযহাবের **'মুফতা বিহি'** (ফতোয়া প্রদত্ত) মত হলো—ব্যবহৃত পানি নিজে পবিত্র (ত্বাহির), তাই **এই পানি দ্বারা নাপাকি (নাজাসাতে হাকিকি) দূর করা জায়েজ।**

'আল-হিদায়া'র ব্যাখ্যা: নাজাসাতে হাকিকি দূর করার জন্য শর্ত হলো তরল পদার্থ হওয়া, যা নাপাকিকে স্থানচ্যুত করতে বা ধুয়ে ফেলতে পারে। ব্যবহৃত পানি যদিও ইবাদতের (ওজু-গোসলের) যোগ্যতা হারিয়েছে, কিন্তু তার 'তরল' হওয়ার গুণ এবং 'পরিষ্কার' করার ক্ষমতা (Cleaning capacity) হারায়নি। গোলাপ জল বা সিরকা দিয়ে যেমন নাপাকি ধোয়া যায় (হানাফী মতে), তেমনি ব্যবহৃত পানি দিয়েও কাপড় বা মেঝের নাপাকি ধুয়ে ফেললে তা পবিত্র হয়ে যাবে।

সারসংক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত:

'আল-হিদায়া'র আলোচনার নির্যাস হলো: ১. **হাদাস (অদৃশ্য নাপাকি):** ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওজু বা গোসল করা **জায়েজ নেই**। ২. **নাজাসাত (দৃশ্যমান নাপাকি):** ব্যবহৃত পানি দ্বারা শরীর বা কাপড়ের রক্ত-পেশাব ধৌত করা **জায়েজ আছে**।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, আল-মাউল মুস্তা'মাল বা ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে হানাফী ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এটি দিয়ে ইবাদত (ওজু-গোসল) করা যায় না কারণ ইবাদতের জন্য 'পবিত্রকারী' (মুতাহহির) পানি প্রয়োজন। তবে এটি দিয়ে ময়লা বা নাপাকি ধোয়া যায়, কারণ এটি নিজে অপবিত্র নয়। এই সূক্ষ্ম পার্থক্য ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য অনুধাবন করা জরুরি।

9- ناقش الأقوال المختلفة في حكم ما إذا اجتمع ماء طاهر وماء نجس، ورجح أرجحها مستدلا بالأدلة من الهداية-

[পবিত্র পানি ও নাপাক পানি যখন একত্রিত হয় তখন এর হুকুম সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য আলোচনা কর এবং 'আল-হিদায়া'র দলিলের ভিত্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী মতটি উল্লেখ কর।]

প্রশ্ন-৯: পবিত্র পানি ও নাপাক পানি যখন একত্রিত হয় তখন এর হুকুম সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য আলোচনা কর এবং 'আল-হিদায়া'র দলিলের ভিত্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী মতটি উল্লেখ কর।

ভূমিকা: পবিত্রতা বা তাহারাত ইবাদতের চাবিকাঠি। আর পবিত্রতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হলো পানি। অনেক সময় প্রাকৃতিক কারণে বা দুর্ঘটনাবশত পবিত্র পানির সাথে অপবিত্র বা নাপাক পানি মিশ্রিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সেই পানি ব্যবহার করা জায়েজ কি না, তা নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-তে লেখক শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) এ বিষয়ে বিভিন্ন 'কওল' বা বক্তব্য বিশ্লেষণ করে শক্তিশালী মতটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পবিত্র ও নাপাক পানি একত্রিত হওয়ার হুকুম (حكم اجتماع الماء الطاهر والنجس):

যখন পবিত্র পানি এবং নাপাক পানি বা নাপাক বস্তু একত্রিত হয়, তখন তার হুকুম কী হবে—এ বিষয়ে ফকিহগণের বক্তব্যকে প্রধানত দুটি অবস্থায় ভাগ করা যায়:

১. পানির গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হওয়া (تغير الأوصاف): এ বিষয়ে সকল ফকিহ একমত (ইজমা) যে, যদি নাপাক পানি পবিত্র পানির সাথে মিশে পানির তিনটি গুণ—রং, স্বাদ বা গন্ধ—এর যে কোনো একটি পরিবর্তন করে দেয়, তবে সেই পানি সর্বসম্মতিক্রমে **নাপাক**। তা অল্প হোক বা বেশি, প্রবাহিত হোক বা বদ্ধ। আরবি মূলনীতি: **(إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ إِجْمَاعًا)** অর্থ: "যদি নাপাকির কারণে পানির কোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা দিয়ে ওজু করা জায়েজ নয়।"

২. পানির গুণাগুণ পরিবর্তন না হওয়া (عدم تغير الأوصاف): যদি পবিত্র পানির সাথে নাপাক পানি মেশার পরেও পানির রং, স্বাদ বা গন্ধে কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তবে সেই পানি পবিত্র কি না—এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

- **ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত:** যদি পানির পরিমাণ **'কুল্লাতাইন'** (দুই মটকা বা প্রায় ২৭০ লিটার) পরিমাণ হয় এবং নাপাকির কোনো চিহ্ন দেখা না যায়, তবে তা পবিত্র। তিনি হাদিসের উদ্ধৃতি দেন: **(إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا)**।
- **হানাফী মাযহাবের মত:** হানাফী মাযহাবে 'কুল্লাতাইন'-এর হাদিসকে 'মানসুখ' বা দুর্বল গণ্য করা হয় না, বরং ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। হানাফী মতে, গুণাগুণ পরিবর্তন না হলেও পানি নাপাক হতে পারে যদি তা **'অল্প পানি'** (মা-এ কলিল) হয়। আর যদি **'বেশি পানি'** (মা-এ কাসির) হয় তবে তা পবিত্র।

'আল-হিদায়া'র আলোকে বিভিন্ন অবস্থা ও শক্তিশালী মত (القول الراجح):

আল-হিদায়া গ্রন্থকার পবিত্র ও নাপাক পানির মিশ্রণের ক্ষেত্রে পানিকে দুই ভাগে ভাগ করে শক্তিশালী মত বা 'রাজীহ' ফতোয়া দিয়েছেন:

ক. প্রবাহিত পানির ক্ষেত্রে (في الماء الجاري): যদি প্রবাহিত পানি (নদী, ঝরনা) এর সাথে নাপাক পানি বা বস্তু মেশে, কিন্তু পানির স্রোত তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং নাপাকির কোনো চিহ্ন (রং, স্বাদ, গন্ধ) দেখা না যায়, তবে সেই পানি পবিত্র। **দলিল:** সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের আমল ছিল যে, তাঁরা প্রবাহিত পানিতে ওজু করতেন যদিও তাতে ময়লা আবর্জনা ভাসতে দেখা যেত, যতক্ষণ না পানির গুণ পরিবর্তন হতো। আল-হিদায়া'র ভাষ্য: **(الْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ مَا لَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ)** অর্থ: "প্রবাহিত পানিতে নাপাকি পড়লে তা দিয়ে ওজু জায়েজ, যতক্ষণ না নাপাকির প্রভাব দৃশ্যমান হয়।" কারণ প্রবাহিত পানি নাপাকিকে বহন করে না, বরং দূরে ঠেলে দেয়।

খ. বদ্ধ পানির ক্ষেত্রে (في الماء الراكد): বদ্ধ পানি (যেমন বালতি, ড্রাম, ছোট গর্ত) এর ক্ষেত্রে 'আল-হিদায়া'র শক্তিশালী মত হলো—

- **অল্প পানি:** যদি পানি অল্প হয় (১০ হাত বাই ১০ হাতের কম), তবে নাপাক পানি পড়ার সাথে সাথেই তা নাপাক হয়ে যাবে, যদিও নাপাকির কোনো চিহ্ন দেখা না যায়। এটিই **'রাজীহ'** মত। **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(لَا يَسْتَيْقِظَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَيَغْمِسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا)** অর্থ: "তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে হাত ধোয়ার আগে পাত্রে হাত ডুবাবে না।" এখানে হাত নাপাক হওয়ার কেবল সন্দেহের কারণেই নিষেধ করা হয়েছে, চিহ্ন দেখা যাওয়ার শর্ত করা হয়নি।

- **বেশি পানি (দহ দর দহ):** যদি পানি এতো বেশি হয় যে, এক পাশে নাড়া দিলে অন্য পাশে ঢেউ পৌঁছে না (ফকিহগণের মতে ১০×১০ হাত আয়তন), তবে এক পাশে নাপাকি পড়লে অন্য পাশ থেকে পবিত্র পানি নেওয়া যাবে, যতক্ষণ না নাপাকির চিহ্ন দেখা যায়। **আল-হিদায়ার যুক্তি:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময় সাহাবীরা বড় পুকুর বা জলাশয় থেকে ওজু করতেন। সেখানে নাপাকির ছিটা পড়ার সম্ভাবনা থাকলেও শরিয়ত তা উপেক্ষা করেছে প্রয়োজনের খাতিরে **(لِلضَّرُورَةِ)**।

গ. নাপাক পানি ও পবিত্র পানির মিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য (قاعدة الغلبة): যদি কোনো পাত্রে পবিত্র ও নাপাক পানি মিশ্রিত হয়, তবে হুকুম হবে **'গালাবা'** বা আধিক্যের ওপর ভিত্তি করে।

- যদি পবিত্র পানির পরিমাণ নাপাক পানির চেয়ে বেশি হয় এবং নাপাকির কোনো আলামত প্রকাশ না পায়, তবে 'আল-হিদায়া'র মতে সেই পানি পবিত্র গণ্য হবে।

- আর যদি নাপাক পানি বেশি হয় অথবা সমান সমান হয়, তবে তা নাপাক। **দলিল:** ফিকহী মূলনীতি হলো— **(لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ)** অর্থাৎ "অধিকাংশের ওপর সমগ্রের হুকুম আরোপিত হয়।"

উপসংহার ও সারসংক্ষেপ:

'আল-হিদায়া'র আলোচনার ভিত্তিতে শক্তিশালী মত বা ফয়সালা হলো: ১. নাপাকির প্রভাবে পানির রং, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হলে পানি **সর্বাবস্থায় নাপাক**। ২. পরিবর্তন না হলে—প্রবাহিত পানি এবং বিশাল বদ্ধ জলাশয়ের পানি **পবিত্র**। ৩. কিন্তু অল্প বদ্ধ পানিতে (যেমন বালতি বা ছোট হাউজ) নাপাকি পড়লে বা মিশলে তা **নাপাক**

হয়ে যাবে, যদিও কোনো পরিবর্তন না ঘটে। ৪. মিশ্রণের ক্ষেত্রে যে অংশের পরিমাণ বেশি, হুকুম তার ওপরই বর্তাবে।

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং সতর্কতাপূর্ণ, যা ইবাদতের পবিত্রতা রক্ষায় মুমিনের জন্য নিরাপদ পথ নির্দেশ করে।

10- إشرح حكم الوضوء عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وبين مذاهب العلماء في هذه المسألة.

[পানি না থাকা বা ব্যবহারে অক্ষমতার ক্ষেত্রে অজুর হুকুম ব্যাখ্যা কর এবং এ'বিষয়ে আলেমদের বিভিন্ন মতামত বর্ণনা কর।

প্রশ্ন-১০: পানি না থাকা বা ব্যবহারে অক্ষমতার ক্ষেত্রে অজুর হুকুম ব্যাখ্যা কর এবং এ বিষয়ে আলেমদের বিভিন্ন মতামত বর্ণনা কর।

ভূমিকা: ইসলাম একটি সহজ ও স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহ তাআলা বান্দার সাধ্যের বাইরে কোনো বিধান চাপিয়ে দেননি। সালাতের জন্য অজু বা পবিত্রতা অর্জন করা ফরজ। কিন্তু মানুষ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে যখন পানি পাওয়া যায় না কিংবা পানি থাকলেও তা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় শরিয়ত 'অজু'-এর বিকল্প হিসেবে **'তায়াম্মুম'**-এর বিধান দিয়েছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের কিতাবুত তাহারাত অধ্যায়ে এই অক্ষমতার হুকুম এবং এ নিয়ে ইমামগণের ইখতিলাফ বা মতভেদ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

পানি না থাকা বা ব্যবহারে অক্ষমতার ক্ষেত্রে অজুর হুকুম:

যখন পানি পাওয়া যাবে না অথবা ব্যবহারে অক্ষমতা দেখা দিবে, তখন অজুর হুকুম রহিত হয়ে যাবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে **পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা ফরজ** হবে। এই তায়াম্মুম ঠিক অজুর মতোই পবিত্রতা দান করবে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: **(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)** অর্থ: "অতঃপর যদি তোমরা পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।" (সূরা মায়িদা: ৬)

অক্ষমতার প্রকারভেদ ও শর্তাবলি: 'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার অক্ষমতাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন: **১. হাকিকি অক্ষমতা (Water is physically absent):** পানি বাস্তবিকই নেই। লোকালয় থেকে এক মাইল (৪০০০ কদম) বা তার বেশি দূরে পানি থাকা। **২. হুকমি অক্ষমতা (Water is present but unusable):** পানি আছে কিন্তু ব্যবহার করা যাচ্ছে না। যেমন:

- অসুস্থ হওয়ার ভয় বা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা।
- তীব্র শীত যা সহ্য করার ক্ষমতা নেই।

- শত্রুর বা হিংস্র প্রাণীর ভয়।
- পানি তোলার যন্ত্রপাতির (রশি/বালতি) অভাব।

এ বিষয়ে আলেমদের (ফকিহগণের) মতামত ও ইখতিলাফ:

তায়াম্মুম অজুর বিকল্প ঠিকই, কিন্তু তায়াম্মুম দ্বারা কি অজুর মতোই 'পবিত্রতা' অর্জিত হয়, নাকি এটি কেবল নামাজ পড়ার 'অনুমতি' দেয়—এ নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত: ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে, তায়াম্মুম পবিত্রতা অর্জনকারী বা **'রাফেউল হাদাস'** (নাপাকি দূরকারী) নয়, বরং এটি **'মুবিহুস সালাত'** (নামাজ বৈধকারী)।

- **ব্যাখ্যা:** তাঁর মতে, মাটি নাপাকি দূর করতে পারে না, এটি কেবল অপারগতার কারণে নামাজ পড়ার অনুমতি দেয়।
- **হুকুম:** যেহেতু এটি কেবল প্রয়োজনের খাতিরে অনুমতি দেয়, তাই **এক তায়াম্মুম দিয়ে একাধিক ফরজ নামাজ পড়া যাবে না।** প্রতি ওয়াক্তের ফরজ নামাজের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করতে হবে।
- **দলিল:** তিনি বলেন, তাহারাত বা পবিত্রতা পানির বৈশিষ্ট্য, মাটির নয়। তাই মাটি দিয়ে পূর্ণ পবিত্রতা হাসিল হয় না।

২. ইমাম মালিক (র.)-এর মত: ইমাম মালিক (র.)-এর মত অনেকটা ইমাম শাফেঈ (র.)-এর কাছাকাছি। তাঁর মতেও তায়াম্মুম কেবল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইবাদত বৈধ করে, মূল নাপাকি দূর করে না। তাই ব্যাপক সময়ের জন্য বা একাধিক ফরজের জন্য এক তায়াম্মুম যথেষ্ট নয়।

৩. হানাফী মাযহাবের মত (ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্যগণ): হানাফী মাযহাবের মতে, তায়াম্মুম হলো পানির **'বদল মুতলাক'** বা পূর্ণাঙ্গ বিকল্প। এটি কেবল নামাজ পড়ার অনুমতি দেয় না, বরং এটি পানির মতোই **'রাফেউল হাদাস'** বা নাপাকি দূরকারী।

- **হুকুম:** যতক্ষণ পানি পাওয়া না যাবে বা ওজু ভঙ্গের কারণ না ঘটবে, ততক্ষণ এক তায়াম্মুম দিয়েই যত খুশি ফরজ ও নফল নামাজ পড়া যাবে। প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন তায়াম্মুম জরুরি নয়।

- **আল-হিদায়ার দলিল:**
    - **কুরআন:** আল্লাহ তাআলা মাটিকেও **'তহুর'** (পবিত্রকারী) বলেছেন, ঠিক যেমন পানিকে বলেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে: **(وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)** - "বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান।"
    - **হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ)** অর্থ: "পবিত্র মাটি মুসলিমের ওজু স্বরূপ, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়।" এখানে নবীজি (সা.) মাটিকে 'ওজু' বলেছেন, যা প্রমাণ করে এটি অজুর মতোই নাপাকি দূর করে।
    - **যুক্তি:** 'বদল' বা বিকল্পের হুকুম আসলের (মূলের) মতোই হয়। পানি যেহেতু নাপাকি দূর করে, তার বিকল্প হিসেবে মাটিও নাপাকি দূর করবে যতক্ষণ পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়।

রাজীহ বা শক্তিশালী মত: 'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার হানাফী মাযহাবের মতটিকেই শক্তিশালী ও রাজীহ প্রমাণ করেছেন। তাঁর যুক্তি হলো, নাসিখ (রহিতকারী) বিধান না আসা পর্যন্ত বিকল্প বিধান মূল বিধানের মতোই কাজ করে। পানি না পাওয়া পর্যন্ত মাটিই পানির স্থলাভিষিক্ত। তাই বার বার তায়াম্মুম করার কষ্ট থেকে শরিয়ত মানুষকে মুক্তি দিয়েছে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করা ফরজ। তবে এর কার্যকারিতা নিয়ে মতভেদ থাকলেও হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রশস্ত ও বিজ্ঞানসম্মত। হানাফী মতে, তায়াম্মুম অজুর মতোই পূর্ণ পবিত্রতা দান করে, যা বান্দার জন্য ইবাদত পালনকে সহজতর করে দিয়েছে। এটাই ইসলামী শরিয়তের মূলনীতি— **(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ)** "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান।"

11- بين أحكام طهارة أعضاء الوضوء عند الخلاف في وجود النجاسة عليها، وكيف يثبت زوالها-

[অজুর অঙ্গে নাজাসাত থাকা নিয়ে মতবিরোধ হলে তার পবিত্রতার হুকুম বর্ণনা করুন এবং নাজাসাত দূর হওয়া কীভাবে প্রমাণিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।]

প্রশ্ন-১১: অজুর অঙ্গে নাজাসাত থাকা নিয়ে মতবিরোধ হলে তার পবিত্রতার হুকুম বর্ণনা করুন এবং নাজাসাত দূর হওয়া কীভাবে প্রমাণিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা: ইসলামী শরিয়তে ইবাদতের ভিত্তি হলো পবিত্রতা বা তাহারাত। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" অজুর অঙ্গগুলো (হাত, মুখ, পা ইত্যাদি) পবিত্র থাকা একান্ত জরুরি। কিন্তু অনেক সময় অঙ্গে নাজাসাত বা অপবিত্রতা আছে কি না—এ নিয়ে মনে সন্দেহ জাগে অথবা ফকিহদের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর অপবিত্রতা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। হানাফী ফিকহের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'তে এই জটিল বিষয়গুলো অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে সমাধান করা হয়েছে।

অজুর অঙ্গে নাজাসাত থাকা নিয়ে সন্দেহ বা মতবিরোধের হুকুম:

যখন অজুর কোনো অঙ্গে নাজাসাত লেগে থাকার বিষয়ে সন্দেহ হয় বা মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন হানাফী মাযহাবের হুকুম নিম্নরূপ:

১. ইয়াকিন বা নিশ্চয়তার নীতি (قاعدة اليقين): শরিয়তের একটি সর্বজনীন মূলনীতি হলো— **(الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ)** অর্থাৎ "সন্দেহ দ্বারা নিশ্চয়তা দূরীভূত হয় না।"

- যদি কেউ নিশ্চিত থাকে যে তার হাত বা পা পবিত্র ছিল, কিন্তু পরে সন্দেহ হয় যে নাপাকি লেগেছে কি না, তবে ওই অঙ্গকে পবিত্রই ধরা হবে। যতক্ষণ না নাপাকি লাগার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।
- পক্ষান্তরে, যদি নিশ্চিত থাকে যে নাপাকি লেগেছিল, কিন্তু ধয়েছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ হয়, তবে তাকে নাপাক ধরতে হবে এবং ধৌত করতে হবে।

২. প্রবল ধারণা বা গালাবা-এ-জান (غلبة الظن): 'আল-হিদায়া' গ্রন্থকারের মতে, পবিত্রতার ক্ষেত্রে মানুষের মনের প্রবল ধারণা গ্রহণযোগ্য। যদি কোনো ব্যক্তির মন সাক্ষ্য দেয় যে তার অঙ্গ পবিত্র হয়ে গেছে, তবে সেটাই ধর্তব্য। নাজাসাত আছে কি নেই—এ নিয়ে অহেতুক ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা গ্রহণ করা যাবে না।

৩. মতবিরোধপূর্ণ বস্তুর ক্ষেত্রে: এমন কোনো বস্তু শরীরে লাগল যা নাপাক হওয়া নিয়ে ইমামদের মতভেদ আছে (যেমন- জলজ প্রাণীর বিষ্ঠা বা হালাল পাখির বিষ্ঠা)। এক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের **'তাইসির'** বা সহজতার নীতি গ্রহণ করা হয়। 'আল-হিদায়া'তে বলা হয়েছে, ছিটাফোটা কাদা বা রাস্তার পানি যা গায়ে লাগে, তা পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ না তাতে নাপাকির স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। কারণ এগুলো থেকে বেঁচে থাকা কঠিন **(لِعُمُومِ الْبَلْوَى)**।

নাজাসাত দূর হওয়া কীভাবে প্রমাণিত হয়? (كيفية ثبوت زوال النجاسة):

অজুর অঙ্গ থেকে নাপাকি দূর হয়েছে কি না, তা কীভাবে বুঝা যাবে? 'আল-হিদায়া' প্রণেতা নাপাকিকে দুই ভাগে ভাগ করে এর পবিত্র হওয়ার মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন:

১. দৃশ্যমান নাপাকি (النجاسة المرئية): যে নাপাকি দেখা যায়। যেমন—রক্ত, পায়খানা, গোবর ইত্যাদি।

- **পবিত্র হওয়ার প্রমাণ:** মূল নাপাক বস্তুটি (আইনুন নাজাসাহ) দূর হয়ে যাওয়াই হলো পবিত্র হওয়ার প্রমাণ।
- **পদ্ধতি:** পানি দিয়ে ধৌত করে নাপাক বস্তুটি সরিয়ে ফেলতে হবে। একবার ধোয়ায় যদি বস্তু চলে যায়, তবে একবারই যথেষ্ট। আর যদি তিন-চার বার ধোয়ার পরও বস্তু না যায়, তবে ততক্ষণ ধুতে হবে যতক্ষণ না বস্তুটি দূর হয়।
- **দাগ থেকে যাওয়া:** যদি নাপাকি দূর করার পরও রং বা দুর্গন্ধ থেকে যায় এবং তা দূর করা কষ্টকর হয়, তবে তা মাফ।
- **আল-হিদায়ার ভাষ্য: (طَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ)** অর্থ: "তার পবিত্রতা হলো মূল বস্তু দূর করা, যদিও তা একবার ধোয়ার মাধ্যমেই হোক।"

২. অদৃশ্য নাপাকি (النجاسة غير المرئية): যে নাপাকি শুকিয়ে গেছে বা দেখা যায় না। যেমন—শুকিয়ে যাওয়া প্রস্রাব বা মদের ছিটা।

- **পবিত্র হওয়ার প্রমাণ:** এক্ষেত্রে পবিত্র হওয়ার প্রমাণ হলো **'গালাবা-এ-জান'** বা ধৌতকারীর মনের প্রশান্তি। ধৌতকারী যখন মনে করবে যে নাপাকি দূর হয়ে গেছে, তখনই তা পবিত্র।

- **সংখ্যা নির্ধারণ:** ফকিহগণ সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে **'তিনবার'** ধোয়ার কথা বলেছেন।

- **আল-হিদায়ার পদ্ধতি:** অদৃশ্য নাপাকি দূর করার জন্য অজুর অঙ্গটিকে তিনবার ধুতে হবে এবং (কাপড় হলে) প্রতিবার চিপড়াতে হবে। শরীরের অঙ্গের ক্ষেত্রে এতটুকু পানি প্রবাহিত করতে হবে যেন নিশ্চিত হওয়া যায় যে নাপাকি ধুয়ে গেছে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘুম থেকে উঠে তিনবার হাত ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এখান থেকে অদৃশ্য নাপাকি দূর করতে তিন সংখ্যার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। **(يَغْسِلُهَا ثَلَاثًا لِتَسْكُنَ قَلْبُهُ)** - "সে তা তিনবার ধৌত করবে যাতে তার অন্তরে প্রশান্তি আসে।"

৩. প্রবাহমান পানির হুকুম: যদি কেউ প্রবাহমান পানিতে (নদী বা ঝরনা) অঙ্গ রাখে বা ট্যাপের পানির নিচে হাত রাখে, তবে কতক্ষণ রাখলে পবিত্র হবে? 'আল-হিদায়া' মতে, যতক্ষণ রাখলে তিনবার ধোয়ার পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয়েছে বলে মনে হবে, ততক্ষণ রাখলেই নাজাসাত দূর হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। বারবার হাত উঠানো বা ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, অজুর অঙ্গের পবিত্রতা নিয়ে হানাফী ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে একদিকে যেমন নাপাকি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, অন্যদিকে অহেতুক সন্দেহ বা ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে থাকার জন্য **'মনের প্রবল ধারণা'** বা একিনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দৃশ্যমান নাপাকির ক্ষেত্রে বস্তু দূর করা এবং অদৃশ্য নাপাকির ক্ষেত্রে তিনবার ধৌত করা বা মনের প্রশান্তিই হলো পবিত্রতা অর্জনের মূল চাবিকাঠি।